এক নজরে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

পরিচিতি:

১৯৭৪ সালে নাটোর গণভবনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বতন্ত্র রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠার ধারণার সূত্র ধরে ১৯৭৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির ৬২ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে "বাংলাদেশ রেশম বোর্ড সৃষ্টি হয়। বোর্ড সৃষ্টিলগ্নে বিসিক হতে রেশম কর্মকাণ্ডসহ বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং রাজশাহী রেশম কারখানা রেশম বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে আসে। ১৯৭৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে বোর্ড কার্যক্রম শুরু করে। এর প্রধান কার্যালয় রাজশাহীতে অবস্থিত। ১৯৯৮ সালে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে কোম্পানী আইনে বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটকে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে ১৩ নং আইনবলে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং সিল্ক ফাউন্ডেশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

ভিশন: দেশে রেশম চাষ ও শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন

মিশন : লাগসই প্রযুক্তি, দক্ষ জনবল ও উন্নত গবেষণার মাধ্যমে রেশম খাতের সম্ভাবনাকে পূর্ণ কাজে লাগিয়ে রেশম চাষ ও শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন

রেশম বোর্ডের উদ্দেশ্যে:

- উৎপাদিত রেশম পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন;
- রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও রেশম চাষীদের সহায়তা প্রদান।

জনবল:

গ্রেড ভিত্তিক পদ	অনুমোদিত পদ (সংখ্যা)	পূরণকৃত পদ (সংখ্যা)	শূন্য পদ (সংখ্যা)
১-৯	৮৪	২৪	৬০
১০	৭২	১১	৬১
১১-১৯	৩৬৭	৬০	৩০৭
২০	৫৮	১৪	৪৪
মোট	**৫৮১**	**১০৯**	**৪৭২**

মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক

ক্র:নং	অফিস	সংখ্যা	অবস্থান	মন্তব্য
১।	আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়	৫	রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, যশোর ও রাংগামাটি	
২।	জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়	৭	ভোলাহাট,ঠাকুরগাঁও, গাজীপুর, কুমিল্লা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও গোপালগঞ্জ	
৩।	রেশম নার্সারী	১১	পি৩ কেন্দ্র- ১টি (রাজশাহী) পি২ -২টি (বগুড়া,দিনাজপুর) পি১ -৮টি চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ভোলাহাট(চাঁপাইনবাবগঞ্জ), মীরগঞ্জ(রাজশাহী), ঈশ্বরদী(পাবনা), ঝিনাইদহ(যশোর), রংপুর, কোনাবাড়ী(গাজিপুর) এবং ময়নামতি(কুমিল্লা)	
৪।	রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র	৫৯	৩২ জেলার ৫২টি উপজেলায় অবস্থিত।	
৫।	তুঁতবাগান	৬	ঠাকুরগাঁও (ব্রাহ্মণভিটা, ঠান্ডিরাম, রত্নাই), দিনাজপুর(সাদামহল, সনকা),বান্দরবান (রেইচ্যা)	
৬।	চাকী রেয়ারিং সেন্টার	২০	১১টি জেলার ১৩ টি উপজেলায় অবস্থিত।	
৭।	মিনিফিলেচার সেন্টার	১২	ভোলাহাট(চাঁপাইনবাবগঞ্জ), মীরগঞ্জ(রাজশাহী), চাটমোহর(পাবনা), বাগবাটি(সিরাজগঞ্জ), জয়পুরহাট, বড়বাড়ী(লালমনিরহাট), রানীসংকৈল(ঠাকুরগাঁও), দৌলতপুর(কুষ্টিয়া), ঝিনাইদহ, ময়মনসিংহ, কোনাবাড়ী(গাজীপুর), লামা(বান্দরবান)	
৮।	রেশম কারখানা	২	রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁও	

সম্প্রসারণ কার্যক্রম:

- ১৪ টি জেলার ২৮টি উপজেলায় ২৪৮ একর জমিতে তুঁতগাছ ৩৫ টি আইডিয়াল রেশম পল্লী স্থাপন
- ৩৩ টি জেলার ৯৬টি উপজেলায় ৫০০ কিমি বিস্তৃত গ্রামীণ রাস্তার উভয় পার্শ্ব এবং ৬৭ একর নিজস্ব জমিতে মোট তুঁত ব্লক স্থাপন
- আঞ্চলিক ও জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সম্প্রসারণ এলাকার ১০০০ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিনামূল্যে চাষীদের মধ্যে ৬.৯৫ লক্ষ টি তুঁতচারা এবং ৩.৪০ লক্ষ টি রোগমুক্ত ডিম বিতরণ

রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট:

- ১১৪ টি রেশম কীটের মাতৃ-পিতৃ জাত সংরক্ষণ;
- ৮৪টি তুঁতজাতের মাতৃ-পিতৃ জাত সংরক্ষণ;
- সম্প্রসারণ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক তুঁত কাটিংস সরবরাহ এবং পি৩ কেন্দ্রের চাহিদা মোতাবেক রেশম কীটের জাত সরবরাহ

রাজশাহী রেশম কারখানা:

- রাজশাহী রেশম কারখানা স্থাপনের বছর ১৯৬১ খ্রিঃ
- রাজশাহী রেশম কারখানায় প্রথম উৎপাদন শুরুর বছর ১৯৬২ খ্রিঃ
- সরকারি সিদ্ধান্তে রাজশাহী রেশম কারখানা বন্ধ ঘোষণার তারিখ ৩০/১১/২০০২ খ্রিঃ
- রাজশাহী রেশম কারখানা পুনরায় চালু হয় ২৭/০৭/২০১৮ খ্রি:
- পাওয়ার লুমের সংখ্যা ৪২টি (বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৮৭,০০০ মিটার)
- বর্তমানে ১৯টি পাওয়ার লুমে পর্যায়ক্রমে রেশম বস্ত্র বুনন করা হচ্ছে
- রাজশাহী রেশম কারখানায় বর্তমানে ২০ জন শ্রমিক দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে (কাজ নেই মজুরি নেই) কাজ করছে
- কারখানা পুনরায় চালুর পর হতে এপ্রিল/২০২৪ পর্যন্ত ৪৬,০০০.০৮৫ মিটার কাপড় উৎপাদিত হয়েছে
- কারখানার গড় বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় ৬৫৭১ মিটার।

উৎপাদিত পণ্য:

- রেশম শাড়ী, টু পিস, ওড়না, লেডিস শাল, টাই, মটকা থান কাপড়, ডুপিয়ন থান কাপড়, বলাকা থান কাপড় এবং প্রিন্টেড থান কাপড় উৎপাদন ও বিক্রয় করা হচ্ছে।

ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানা:

- কারখানাটি ০৯/০৫/২০২৩ তারিখ বেসরকারী উদ্যোক্তার নিকট ০৫(পাঁচ) বছরের জন্য লীজ প্রদান করা হয়েছে।

চলমান প্রকল্পসমূহ:

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের শুরু থেকে এপ্রিল/২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি		প্রকল্পের আওতাধীন এলাকা
			আর্থিক	বাস্তব	
"বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা" শীর্ষক প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪	৪৯৭৩.০০	৩৩.৪৭%	৪৬%	৩০টি জেলার ৪২টি উপজেলা

সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান: চ্যালেঞ্জ ও সমাধান:

চ্যালেঞ্জ/সমস্যা	সমাধানের উপায়
১। সম্প্রসারণ ও বীজাগার কার্যক্রম প্রকল্প নির্ভরতা	১। রেশম সম্প্রসারণ কর্মকান্ড ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১১টি রেশম বীজাগার এবং ৬টি ক্ষুদ্র বাগানের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার রাজস্ব বাজেট থেকে নির্বাহের ব্যবস্থাকরণ
২। রেশম গুটি/সুতা স্থায়ী বিপণন ব্যবস্থা না থাকা	২। রেশম গুটি/সুতা বিপণনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের ভূর্তকি/নগদ ও উপকরণ সহায়তা প্রদান
৩। রেশম চাষীদের জন্য স্বল্প সুদে বিশেষ ঋনের ব্যবস্থা না থাকা	৩। স্বল্প সুদে ঋনের ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন
৪। মাঝারী ও বড় উদ্যোক্তার অনুপস্থিতি	৪। মাঝারী ও বড় উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে প্রণোদনার ব্যবস্থা

সম্ভাবনা:

- অভ্যন্তরীন চাহিদা ও উৎপাদন ব্যবধান
- বৃহৎ রেশম উৎপাদনকারী দেশগুলোর অনাগ্রহ
- পারিবারিক শ্রম ব্যবহারের সুযোগ
- উর্বর জমির ব্যাপকতা
- তুঁতজমিতে সাথী ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সুযোগ